

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২১৭

১/ বিবিধ

আরবী

الزرقه في العين يمن، وكان داود أزرق موضوع

رواه الحاكم في " تاريخه " من طريق الحسين بن علوان عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ذكره السيوطي في " اللآليء " (1 / 114) شاهدا فأساء، ابن علوان هذا كذاب وضاع، والجملة الأولى من الحديث أوردها ابن الجوزي في " الموضوعات " (1 / 162) من رواية ابن حبان وهذا في ترجمة عباد من " الضعفاء " (2 / 164) عن محمد بن يونس عن عباد بن صهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، وقال ابن الجوزي: لا يصح، عباد متروك والراوي عنه هو الكديمي والبلاء منه ومن هذا الوجه رواه يوسف بن عبد الهادي في " جزء أحاديث منتقاة " (337 / 1) وقد غفل المعلق على " المراسيل " لأبي داود (333) عن إشارة ابن الجوزي إلى أن إعلاله بالكديمي أولى! فأعله بعباد فقط. ثم ذكره ابن الجوزي من رواية الحارث بن أبي أسامة، حدثنا إسماعيل المؤدب، حدثنا سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " من الزرقه يمن " وقال: لا يصح، سليمان متروك، وإسماعيل لا يحتج به فتعقبه السيوطي بقوله: قلت: قال أبو داود في " مراسيله " (رقم 479) : حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا رجل من أهل العراق عن معمر عن الزهري

مرفوعا: الزرقه يمن

قلت: هذا مرسل، وفيه العراقي الذي لم يسم فهو المتهم به، وقد غمز من صحته أبو داود نفسه، فقال عقبه: كان فرعون أزرق، وعافر الناقة أزرق ثم ساق السيوطي الشاهد المتقدم من طريق الحاكم، وقد علمت وضعه، وقد نقل الشيخ العجلوني في "الكشف" (1 / 439) عن ابن القيم أنه قال: حديث موضوع

বাংলা

২১৭। চোখের নীল বর্ণ মঙ্গলজনক, দাউদ (আঃ) ছিলেন নীল বর্ণধারী।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে হুসাইন ইবনু উলওয়ান সূত্রে আওয়াঈ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী হাদীসটি “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১১৪) (অন্যটির) শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি ত্রুটি করেছেন, কারণ ইবনু উলওয়ান মিথ্যুক, জালকারী।

হাদীসটির প্রথম বাক্যটি ইবনুল জাওয়াযী তার “আল-মাওয়াযী” গ্রন্থে (১/১৬২) ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটি “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে (২/১৬৪) আব্বাদের জীবনী বর্ণনা করার সময় মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস সূত্রে আব্বাদ ইবনু সুহায়েব হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওয়াযী বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়। কারণ আব্বাদ মাত্রক এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন কুদায়মী (মুহাম্মাদ), সমস্যা তার থেকেই।

ইবনুল জাওয়াযী অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যার সনদে ইসমাইল আল-মুয়াদ্দাব এবং তার শাইখ সুলায়মান ইবনু আরকাম রয়েছে। অতঃপর বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়, সুলায়মান মাত্রক আর ইসমাইল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুযুতী তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ আবু দাউদ তার “আল-মারাসীল” গ্রন্থে (নং ৪৭৯) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটি মুরসাল। এছাড়া এটির সনদে ইরাকী এক বর্ণনাকারী রয়েছে যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিনি এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল কাইয়িম হতে শাইখ আজুলানী “আল-কাশফ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (১/৪৩৯), তিনি বলেনঃ হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5477>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন